Contemporary Western Philosophy Honours-2020

6th Sem. Honours

DR. DIBAKAR MANNA,

ASSISTANT PROFESSOR,

TARAKESWAR DEGREE COLLEGE

সার্ত্রের মতে স্বাধীনতা কি ?

স্বাধীনতা প্রসঙ্গে সার্ত্রের বিখ্যাত উক্তি " মানুষ স্বাধীনতায় দণ্ডিত"। আজন্ম মানুষ যেমন স্বাধীন, তেমনি ঐ স্বাধীনতা তাকে অপরের প্রতি কর্তব্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে এটাই তার দন্ড। তাই যা খুশি তাই সে করতে পারে না।

সার্ত্রে মনে করেন স্বাধীনতার বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আর কোন উদ্দেশ্য নেই - একমাত্র স্বাধীনতাই উদ্দৃষ্ট । যখন মানুষ দেখে যে, কোন বিষয়ের মূল্য তার উপর নির্ভর করে সেই পরিতক্ত অবস্থায় সে কেবল একটা জিনিস চাইতে পারে তা হলঃ স্বাধীনতা। সমস্ত মূল্যের ভিত্তি অর্থাৎ সৎ বিশ্বাসের মানুষ যে কাজ করে তার চরম তাৎপর্য হল- স্বাধীনতা হিসাবে স্বাধীনতার অনুসন্ধান।

যে ব্যক্তি কোন কমিউনিস্ট বা বিপ্লবী দলে আছে সে কিছু বাস্তব উদ্দেশ্য রূপায়িত করতে চায়।তাতে তার স্বাধীন ইচ্ছাকে বোঝানো হয়। কিন্তু সেই স্বাধীনতা দলবদ্ধভাবে চাওয়া হচ্ছে। আমরা স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতাকে চাই এবং তা চাই

বিশেষ অবস্থায় এবং তার মধ্য দিয়ে। এইভাবে স্বাধীনতাকে কামনা করতে গিয়ে আমরা দেখি আমার স্বাধীনতা আন্যের স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে এবং অন্যের স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে। স্পষ্টতঃ মানুষের সংজ্ঞা হিসাবে 'স্বাধীনতা' অন্যের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু যখনই কোন কিছু করার অঙ্গীকারের প্রশ্ন আসে, আমি যেমন নিজের স্বাধীনতা চাই একই সঙ্গে অন্যেরও স্বাধীনতা চাই, তখন আমি কেবল নিজের স্বাধীনতাকে আমার লক্ষ্য বলতে পারি না, যদি না সমানভাবে অন্যের স্বাধীনতাকে আমার লক্ষ্য বলে মনে করি।

তাই আমি যখন যথার্থভাবে উপলব্ধি করি মানুষ একটি সত্তা। যার অস্তিত্ব তার সার ধর্মের আগে এবং সে সব অবস্থাতেই তার স্বাধীনতা ছাড়া কিছু চাইতে পারে না। একই সঙ্গে আমি এও অনুভব করি যে, আমার অন্যের স্বাধীনতা কামনা না করে উপায় নেই। এই ভাবে স্বাধীনতার প্রতি এই কামনার নামে যা স্বাধীনতাতে নিহিত আছে তারই দ্বারা আমি অন্যদের সম্বন্ধে, যারা নিজেদের কাছ থেকে আপন অস্থিত্বের স্বাধীনতা ইচ্ছা প্রকৃতে এবং তার পূর্ণ স্বাধীনতাকে লুকোতে চায় তার বিচার করতে পারি।

কান্ট ঘোষণা করেছিলেন স্বাধীনতা নিজের এবং অন্যেরদের প্রতি উদৃষ্ট ইচ্ছা একথা ঠিক; কিন্তু তিনি মনে করেন, আকারগত এবং সার্বিকতা নৈতিকতা গঠনের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু অস্তিবাদীরা মনে করেন, সমস্ত নীতিগুলি খুবই বিমূর্ত। কোন বিশেষ কাজের ক্ষেত্রে নীতিগুলি হামেশাই ভেঙে পড়ে। আবার সেই ছাত্রটির কথা ধরা যাক কোন নিয়ম অনুযায়ী, নৈতিকতার কোন সুবর্ণ নীতি অনুযায়ী শেষ সম্পূর্ণ মানসিক শান্তিতে মাকে পরিত্যাগ করতে অথবা তার পাশে থাকা করতে পারে? কোনটা ঠিক তার বিচার করার কোন রাস্তা নেই। উপাদানটি সবসময় বাস্তব

এবং তা কি হবে আগে থেকে বলা যায় না। নতুন করে আবিষ্কার করে নিতে হবে যা জানা দরকার তাহল আবিস্কারটা স্বাধীনতার নামে হচ্ছে কিনা।

অস্তিবাদ কি? অস্তিবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি?

বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের মত অস্তিবাদ এই পদটি একজন তর্কজিজ্ঞাসুকে ভুল পথে চালিত করতে পারে। কেননা, অস্তিবাদ বলতে কোন দার্শনিক পদ্ধতি বা স্কুলকে বোঝায় না। এমন অনেক দার্শনিক আছেন যাদের অস্থিবাদী বলা যায়, কিন্তু তারা ওই পদবী ত্যাগ করেছেন। আমরা অস্তিবাদ পদটি ব্যবহার করতে পারি এমন একটি দার্শনিক প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করার জন্য যার প্রসার ঘটেছিল প্রধানতঃ "1946 থেকে 1950 -এর" মধ্যে।

একটি সাধারণ প্রবণতা যাকে অস্তিবাদী দার্শনিকেরা একত্রিত করেছিলেন তাহল মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। এই দার্শনিকরা জগত সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী। কেননা, জগতই মানুষের চারপাশের পরিবেশ। আবার এই জগতস্থিত মানুষই মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। কেননা, মানুষের কেবল নির্বাচন করার ক্ষমতা আছে। মানুষেরই এই নির্বাচনের স্বাধীনতার ব্যাখ্যাই সমস্ত অস্তিবাদী দার্শনিকের মূল আলোচ্য বিষয়।

মূল বৈশিষ্ট্যঃ- (I) তাদের মতে অমূর্ত সামান্যের কোন অস্তিত্ব নেই। কেবলমাত্র মূর্ত বিশেষেরই অস্তিত্ব আছে। এই দর্শনে অস্তিত্ব বলতে ব্যক্তি বিশেষের অস্তিত্বকে বোঝানো হয়েছে। বিশেষ বিশেষ মানুষেরই অস্তিত্ব আছে। অন্য কোন জীবের অস্তিত্ব কে গণ্য করা হয়নি। কেননা তারা নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন নয়।

(II) মানুষেরই কেবল আত্ম অতিক্রমের ক্ষমতা আছে। তাই মানুষের অন্য সব জীবের মত 'প্রদত্ত' (Given) অবস্থা থাকা সত্ত্বেও প্রদত্ত হিসেবেই সে জীবন অতিবাহিত না করে স্বনির্বাচিত পথে জীবনের উদ্দেশ্য গুলি রূপায়নে সচেষ্ট হয়।

(III) 'অস্তিত্ব' শব্দটির মূল অর্থ Stand-out বা ক্রম অভিব্যক্তি ধারাবাহিক সচেতন প্রচেষ্টা ভিন্ন এটা সম্ভব নয়।
(IV) সার্ত্রে বলেন অস্তিত্ব সর্বদায়ই সার ধর্মের পুরভাগে বা পূর্বভাগে অবস্থিত। ব্যক্তিবিশেষের অস্তিত্বর আগে তারপর আসে তার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বা সার ধর্মের কথা।
(V) এ দর্শনে অস্তিত্ব শব্দটির সঙ্গে Transcendence, Standing out, Ecstasy শব্দগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। 'Ecstasy' শব্দটি অস্তিত্বের গতিশীলতার প্রতি ইঙ্গিত করে। 'Transcendence' বলতে ঈশ্বরের বিশ্বাসী অস্তিবাদীরা ঈশ্বরকে বোঝেন। অন্যদিকে, নিরীশ্বরবাদী অস্তিবাদী বোঝেন আত্ম অতিক্রমনকে।

(VI) অস্তিত্বের আর এক বৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্র্য এককতা বা অনন্যতা। অস্তিবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি মানুষ এক একটি স্বতন্ত্র বা এক ব্যক্তিসত্তা। প্রত্যেক মানুষেরই এমন কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি একান্ত নিজস্ব।

(VII) অস্তিত্ব অযথার্থ বা যথার্থ হতে পারে। মানুষ পরিবেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সমস্ত রকমের প্রাকৃতিক নিয়ম এবং প্রচলিত সামাজিক রীতি, নীতি ও প্রথার অধীনতা স্বীকার করেও বাঁচতে পারে। আবার এসবের উর্দ্ধে উঠে আপন স্বতন্ত্র বজায় রেখেও অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে অস্তিত্ব অযথার্থ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অস্তিত্ব যথার্থ।